Released with (Short) Ritimato Prahasan 21-1-39

জনক-নন্দিনী

সোল ডিষ্ট্রিবিউটার্স

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

গ্রাম : রূপবাণী : ফোন : বি, বি, ১১৩ :: ৭৬-৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট

— রাধা ফিল্মসের —

জনক-নন্দিনী

কাহিনী—বরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত
প্রয়োগ-শিল্পী—ফণী বর্ম্মা
আলোক-চিত্র-শিল্পী—প্রবোধ দাস
শব্দ-যন্ত্রী—নৃপেন পাল ও ভূপেন ঘোষ

শিল্পীবৃন্দ

ব্যবস্থাপক—যমুনাধর তোদি
দৃশ্য-সজ্জা—শঙ্কর যুরাজী কাশ্‌কর ও রামচন্দ্র পাওয়ার
চিত্র-কার্য্য—এস্, এচ, এ, শাহ
ঐ সহকারিগণ—পঞ্চানন মুখার্জি, জ্যোতি রায় ও মণীন্দ্রনাথ সামন্ত
সহকারী প্রয়োগ-শিল্পী—জানকী ভট্টাচার্য্য
সহকারী আলোক-চিত্র-শিল্পী—রাধিকাজীবন কর্ম্মকার
সহকারী শব্দ-যন্ত্রী—হেমেন্দ্রনাথ রায়
আবহ সঙ্গীত—কুমার মিত্র
নৃত্য পরিকল্পনা—কুমার মিত্র ও তারক বাগচী
সুর-শিল্পী—মৃণাল ঘোষ ও ধীরেন দাস
রূপ সজ্জা—বসন্তকুমার দত্ত, ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায় ও মণি মিত্র
স্থির-চিত্র—ক্ষেত্রমোহন দে
ঐ সহকারিগণ—কৃষ্ণব্রত হালদার ও চারু দে
প্রচার-শিল্পী—বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ঐ সহকারী—অজিত চট্টোপাধ্যায়
তড়িৎ-নিয়ন্ত্রণ—কুলেন্দ্র চৌধুরী
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—অবীন রায়
ঐ সহকারিগণ—চণ্ডীচরণ শীল, রবীন দাস ও সুধীর ঘোষাল
সম্পাদনা—অমর চট্টোপাধ্যায় ও যামিনী নন্দন

ভূমিকায়

সীতা	...	সাবিত্রী দেবী
রাণী	...	দেববালা
ধরিত্রী	...	রাজলক্ষ্মী
চণ্ডিকা ব্রাহ্মণী	...	ছায়া
অহল্যা	...	উমাতারা
পাটনী-বৌ	...	গীতা দেবী
বিশ্বামিত্র	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
পরশুরাম	...	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
রাবণ	...	জহর গাঙ্গুলী
দশরথ	...	রবি রায়
বৈতালিক	...	মৃণাল ঘোষ
জনক	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
গৌতম	...	জয়নারায়ণ মুখোপাধ্যায়
রাম	...	সুশীল রায় (এঃ)
লক্ষ্মণ	...	পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়
ভরত	...	অজিত চট্টোপাধ্যায়
শত্রুঘ্ন	...	শিবসাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
বিষ্ণুশর্ম্মা	...	কুমার মিত্র
সত্যানন্দ	...	অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মহাদেব	...	ষষ্ঠীদাস মুখোপাধ্যায়
বশিষ্ঠ	...	ধীরেন পাত্র
প্রহস্ত	...	জানকী ভট্টাচার্য্য
ব্রহ্মা	...	রাধাচরণ ভট্টাচার্য
মাঝি	...	ধীরেন দাস

জনক-নন্দিনীর কাহিনী

ধরিত্রী-মাতার কাতর ক্রন্দনে অভিভূত হয়েঃ ধর্মের পরাভব, অধর্মের পূর্ণ প্রতাপ—নিত্য অত্যাচার-অনাচার দূর করতে—বৈকুণ্ঠ থেকে লক্ষ্মী এবং নারায়ণ ধরণীতে অবতীর্ণ হ'লেন ঃ সীতা এবং রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্নর রূপ পরিগ্রহ ক'রে। (রাম নারায়ণের পূর্ণাবতার, অন্য তিন ভ্রাতা অংশাবতার।)

রাম, লক্ষ্মণ যখন শস্ত্র ও শাস্ত্রে বেশ সুপণ্ডিত হ'য়ে উঠেছেন তখন একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র রাজা দশরথের কাছে এসে প্রার্থনা জানালেন ঃ তাড়কা পুত্র মারীচের এবং তার অনুচরদের অত্যাচারে দিনের পর দিন যজ্ঞ নষ্ট হ'চ্ছে। রাক্ষসদের অত্যাচার দমন ক'রে যজ্ঞ রক্ষা করার জন্য রাম-লক্ষ্মণকে ভিক্ষা দিতে হবে।···দশরথ বিশ্বামিত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে কার্পণ্য করলেন না।

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র যজ্ঞস্থলে চ'লেছেন। পথে রাম তাড়কাকে বধ করলেন। যথারীতি যজ্ঞ আরম্ভ করা হ'ল এবং যথাপূর্ব্ব মারীচও তার দলবল সমেৎ আকাশ-পথে ধেয়ে এলো—যজ্ঞ নষ্ট করতে। রাম-লক্ষ্মণ মারীচের দলের সকলকে বধ করলেন—অর্দ্ধ-মৃত অবস্থায় বাণ খেয়ে ফিরে গেল শুধু মারীচ।

যজ্ঞ শেষে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে মিথিলার পথে যাত্রা করলেন। পথে রামের পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা শাপমুক্ত হ'ল। ফলে, রামের যশোসৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত হ'য়ে উঠ্লো।

বিবাহ-যোগ্যা সীতাকে দেখে ব্রহ্মার টনক নড়্ল ঃ রামের সঙ্গে সীতার বিবাহ না হ'লে রাবণ-বধ অসম্ভব।···ব্রহ্মার মুখে সমস্ত সমাচার অবগত হ'য়ে মহাদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য পরশুরামকে ডেকে নিজের ধনু দিয়ে রাজা জনকের কাছে ব'লে পাঠালেন ঃ যে এ-ধনুতে গুণ দিতে পারবে তার হাতেই সীতাকে সমর্পণ করা হবে।

·······পরশুরামের মুখে মহাদেবের আদেশ পেয়ে রাজা জনক যেন অসীম সমুদ্র-মাঝে কূল পেলেন। জনকের নির্দ্ধারিত স্থানে ধনু রেখে পরশুরাম তপস্যা ক'রতে মহেন্দ্র পর্ব্বতে ফিরে গেলেন আর মহারাজ জনক প্রফুল্লচিত্তে দেশ-বিদেশে দূত পাঠিয়ে ঘোষণা প্রচার ক'রে রাজাদের আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন।

মারীচের মুখে মানবশিশু রাম-লক্ষ্মণের হাতে তাড়কা এবং অন্যান্য রাক্ষসদের বধের কাহিনী এবং সীতার বিবাহের সর্ত্ত শুনে রাবণ উৎক্ষিপ্ত এবং বিস্মিত হ'য়ে উঠ্ল। সে তখন রাম-লক্ষ্মণকে সাজা দিতে এবং হরধনুতে গুণ দিয়ে সীতাকে লাভ করার উদ্দেশ্য নিয়ে মিথিলা অভিমুখে যাত্রা করলো। সারা ভারতের এমন

কোনও অজ্ঞাত, বিখ্যাত বা কু-খ্যাত রাজা নেই যিনি ধনুর্ভঙ্গ সভায় উপস্থিত হন' নি। কিন্তু ধনুতে গুণ দেওয়া দূরে থাক ধনু তুল্‌তেই পার্‌লো না কেউ—

এমন কি মহাবীর রাবণও বহু আস্ফালনের পর ব্যর্থ মনোরথ হ'য়ে রাম-লক্ষ্মণকে শাস্তি দেবার বাসনা মুলতুবী রেখে, লজ্জায় মিথিলা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হ'ল।

রাজা জনকের সমস্ত উৎসাহ কর্পূরের মত উপে গেল। নিরুৎসাহ হ'য়ে অনেক দুঃখেই উনি বল্‌লেন : বুঝলেন পৃথিবী বীরশূন্যা!

সভায় বিশ্বামিত্রসহ রাম-লক্ষ্মণও উপস্থিত ছিলেন। রাজা জনকের এ খেদোক্তি লক্ষ্মণের কাছে শ্লেষোক্তি ব'লে মনে হ'ল—রঘুবংশ চূড়ামণি রাম উপস্থিত থাক্‌তে এ-কথা সে কেমন করে সহ্য কর্‌বে!!···

অবশেষে লক্ষ্মণের প্ররোচনায় প'ড়ে, বিশ্বামিত্রের অনুমতি নিয়ে রাম অবলীলাক্রমে ধনুতে গুণ তো দিলেনই, এমন কি টঙ্কার দেবার সময় ধনুটি ভেঙ্গেও গেল।

সঙ্গে সঙ্গে মহেন্দ্র পর্বতে পরশুরামের ধ্যান ভগ্ন হ'ল। তিনি দিব্য চক্ষে দেখ্‌তে পেলেন : রাম ধনুক ভেঙ্গেছে এবং সীতা রামকে বরমাল্য দিচ্ছে।··· অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে উনি যোগবলে মিথিলায় এসে উপস্থিত হ'লেন—রাম-সীতাকে তখন অন্তঃপুরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

দীপ্তকণ্ঠে পরশুরাম হাঁক্‌লেন : দাঁড়াও!

পরশুরামের উক্তরূপ আবির্ভাবে সকলেই সন্ত্রস্থ। ক্রুদ্ধ পরশুরাম প্রশ্ন কর্‌লেন : কে আমার গুরুর ধনু ভেঙ্গেছে?···

নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর এলো : আমি রাম!

উত্তর শুনে পরশুরাম আরও বেশী উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠ্‌লেন। তেজোদীপ্ত কণ্ঠে নিজের ধনু রামের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লেন : ঐ জীর্ণ ধনু ভেঙ্গে তোমার অহঙ্কার হ'য়েছে—আমার এই ধনুকে গুণ দাও দেখি!

রাম পরশুরামের ধনু গ্রহণ কর্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে পরশুরামের দেহ থেকে বিষ্ণুতেজ বেরিয়ে গিয়ে রামের দেহে প্রবেশ কর্‌লো। রাম একটি বাণ চাইলেন। পরশুরাম বিহ্বলের মত বাণ দিলেন। রাম সেই বাণ ধনুতে যোজনা ক'রে বাণক্ষেপ কর্‌তে উদ্যত।

বিশ্বামিত্র তাঁকে নিরস্ত কর্‌লেন। বল্‌লেন : ও-বাণ যদি তুমি নিক্ষেপ কর তা' হ'লে সৃষ্টি ধ্বংস হবে।

রাম পরশুরামকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন : বল ঠাকুর এ-বাণ কোথায় নিক্ষেপ কর্‌ব?

আত্মস্থ পরশুরাম রামের ও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ভাব গদ-গদ কণ্ঠে বল্লেন : তোমাকে আমি পেয়েছি—পেয়েছি প্রভু। আমার স্বর্গে প্রয়োজন নেই। তুমি আমার স্বর্গপথ রোধ কর।

রাম বাণক্ষেপ কর্লেন। পরশুরামের স্বর্গ-পথ রুদ্ধ হ'ল।

জনক নন্দিনীর গান

(৩) সবার চেয়ে তীর্থ রে ভাই ভারত মায়ের পুন্য চরণ।
(এ) ধূলির কণা স্বর্গ মোদের, ধন্য হেথা জনম মরণ॥
মিথিলা ভাই ভারত মায়ের সেই চরণের স্বর্ণ কমল,
(যেথায়) জনক রাজার যশের ভাতি সূর্য্য চেয়ে দীপ্ত উজল।
ধর্ম্ম হেথায় পুণ্য সাথে অনন্তকাল পাতেন আসন॥

বৈতালিক—মৃণাল ঘোষ রচয়িতা—কৃষ্ণধন দে

(৪) বাজে ডঙ্কা ত্যজ শঙ্কা
জেগে ওঠ, ওঠ বলীয়ান;
পদভরে কাঁপায়ে মেদিনী
বীরদাপে হও আগুয়ান।
নেহার অদূরে, জনক পুরে,
স্বর্ণকান্তি দেবকন্যা;
কল্যাণময়ী বরমালা করে
দাঁড়ায়ে ত্রিভুবন ধন্যা।
বীর বিক্রমে কর জয়, লভ খ্যাতি ভুবনময়
নাহি বাধা জাতি কুল মান
এসহে শকতিমান, হও আগুয়ান, আগুয়ান।

বৈতালিক—মৃণাল ঘোষ রচয়িতা—বরদাপ্রসন্ন

(৫) সই! সই!
আমি যে তোদের সেই চির চেনা গো
অচেনা তো কভু নই।

মরমে মরম ব্যথা, এক সুরে হাসা-কাঁদা
বেসেছি তোদের ভাল, জানিনা তোদের বই।

সীতা—শ্রীমতী সাবিত্রী রচনা—বরদাপ্রসন্ন

৪ তুমি কে গো ছিলে কোন্ বনে
কোন্ আকাশের কোন্ কোণে,
কুড়ায়ে তোমারে পেয়েছি স্বপনে
নিরালায় সখী আনমনে।
সুকোমল তব চরণ পাতে জাগে শতদল গন্ধ
মঞ্জুল মঞ্জুরী-বাজে তোলে মোহন মধুর ছন্দ
কণ্ঠে বীণা মূর্ত্ত রাগে দীপ্ত ভাতি আননে।

সীতার সহচরীগণ রচনা—বরদাপ্রসন্ন

(৫ নমো নমো হে চন্দ্রমৌলী শঙ্কর শুভঙ্কর।
নমো গৌরীপতি কাশীপতি লোকপতি মহেশ্বর।
অমিয় নয়নে চাহ দিশি দিশি
বিতর কল্যাণ দিবানিশি
দেহ বর দেহ বর ত্রিপুরারি স্মরহর।

সীতার সহচরীগণ রচনা—বরদাপ্রসন্ন

দ্বৈত গীত

(৬) বিষ্ণু শর্ম্মা ও চণ্ডিকা—আমাদের ফিরেছে কপাল
দুঃখের দশা পার হয়েছে
এতই সুখের কাল।
চণ্ডিকা—খাব কত, বাঁধব কত ছাঁদা
বিষ্ণু শর্ম্মা—দখিনাতো পাব কতই, নাইক ধরা বাঁধা।
উভয়ে—ঘুমোব কতই মজায়, আহ্লাদে মাতাল।

কুমার মিত্র ও ছায়া রচনা—বরদাপ্রসন্ন

(৭) আর কত কাল বল সহিব যাতনা গো,
কে মোর মুছাবে আঁখি বারি,
আকাশ বাতাস ভরে শুধু হাহাকারে গো
আর যে সহিতে নাহি পারি।

শত নিপীড়ন আর দহন তলে,
অসহায় সন্তান কাঁদে বিকলে,
নিশিদিন বুকে মোর অনল জ্বলে
এ দারুণ জ্বালা হায় কেমনে নিবারি ॥

ধরিত্রী—রাজলক্ষ্মী রচনা—কৃষ্ণধন দে

(৮) ওহে আমার প্রাণের ঠাকুর
নব-জলধর শ্যাম সুন্দর !
দীনের দয়াল পতিত পাবন
করুণা-কণা বিতর।
কত নিশি-দিন গেল পথ চাহি
কত আর প্রভু ভাঙ্গা তরী বহি,
শ্রান্ত দু'আঁখি এ পরাণ পাখী
পারের নাবিক পার কর

নাবিক—ধীরেন দাস রচনা—বরদাপ্রসন্ন

(৯) জয় রাম রাম রাম নারায়ণ হে।
জয় ব্রহ্ম পরাৎপর রাম;
করুণা সাগর রাম।
রঘুবংশ সরোরুহ রাম!
জয় রাম রাম রাম নারায়ণ হে।

ভৈরব-ভৈরবাগণ রচনা—বরদাপ্রসন্ন

(১০)
ওকি কথা বলছ হে নাথ তোমার কাছে নোব কি আর
তোমার আমার এক ব্যবসা, কাজ কি তবে পাওনা দেনার ?
কামার কুমোর সূত্রধরে,
কাজ ক'রে দেয় পরস্পরে,
মাঝি করে মাঝিকে পার
পয়সা কড়ি চায় নাকো তার।
আমি বটে এই নদীর নেয়ে, (তুমি) ভব নদীর কর্ণধার
আমি তোমায় পার ক'রে দি, (তুমি) কোরো আমায় সে ভবপার।

রচয়িতা—কৃষ্ণধন দে
নাবিক—ধীরেন দাস

1937

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর হাসির ফোয়ারা

রীতিমত প্রহসন

কাহিনী—বঙ্কিম দাস প্রয়োগ-শিল্পী—কুমার মিত্র

আলোক-চিত্র-শিল্পী—বীরেন দে

শব্দযন্ত্রী—অবনী চট্টোপাধ্যায় ও গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকায়—মনোরমা, তুলসী চক্রবর্ত্তী, কুমার মিত্র, আশু বোস, অজিত চট্টোপাধ্যায় এবং কালী বর্ম্মন।

রীতিমত প্রহসন-এর গান

পথের পাশে রইলি বসে একলারে
এই ছিল তোর মনে
যারে তুই ভাবিস আপন
গেল সে যে সরে
ও আমার পাগলারে
এই ছিল তোর মনে।
মাঠের পরে দেখনা চেয়ে
ঐ কারা যায় রে।
শুধু নয়ন ভরা জলরে
ঘাটের পথে দাঁড়ায়ে বঁধু
ঐ তোরে ডাকেরে।
তোর রঙ তামাশা হোল
খাসা, মিটল আশা রে
ভাঙ্গলি প্রেমের বাসারে
এই ছিল তোর মনে

ভিক্ষুক—কালী বর্ম্মন

১৮নং, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী এণ্ড ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য দুই আনা

1937